

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রমের বিশ্লেষণ

মনজুর হোসেন*

১। ভূমিকা

নব্বই দশকের শেষ দিক পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে এক ধরনের নেতিবাচক ভাবমূর্তি বিদ্যমান ছিল। এ সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাব্য ভূমিকাকে দুভাবে দেখা হতো। প্রথমত, প্রশাসনিক অধোগতি ও ব্যাপক দুর্নীতি বিশিষ্ট (টেস্ট রিলিফ ও পূর্ত কর্মসূচিসমূহ ছিল চুরি ও অপচয়প্রবণ) ইউনিট হিসেবে এবং দ্বিতীয়ত, স্থানীয় জনগণের উপর এলিটদের আধিপত্য বিস্তারে সহায়ক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হাতিয়ার হিসেবে। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রীকৃত অটোক্রেসীর গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করতো (সোবহান ১৯৬৮)। যে প্রশ্নটি বড় পরিসরে প্রতীয়মান হচ্ছিল তা হলো এ ধরনের নেতিবাচক ভাবমূর্তি পরিবর্তন করা যায় কিনা যথাযথ নীতি প্রণোদনা ও পরীক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে। আরেকটা বিবেচ্য বিষয় ছিল স্থানীয় সরকারের উন্নয়নমূলক ভূমিকাকে নতুন আলোকে দেখা অর্থাৎ অতি কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা অর্পণের প্রতি আরও আগ্রহ সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশে সরকারি সেবা বা জনসেবা প্রদান ব্যবস্থা উপনিবেশিক সময় থেকেই অতি কেন্দ্রীকৃত। আর্থিক ও রাজস্ব ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের নিম্নমাত্রা এবং রাজস্ব ক্ষমতা হস্তান্তর ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জটিল প্রক্রিয়ার কারণে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সম্ভাবনা প্রায়শ বিঘ্নিত ও বাধাপ্রাপ্ত হয়। সরকারি অর্থায়ন বিষয়ক গবেষণাসমূহে প্রায়শ এ যুক্তি দেয়া হয় যে আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ যথাযথ উপায়ে পরিকল্পনা ও মনিটর করা হলে তহবিলের কার্যকর ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে পারে। রাজস্ব ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের একটা কার্যকর ও দক্ষ উপায় হলো পারদর্শিতায়ুক্ত (performance-based) তহবিল প্রদান পদ্ধতি। এ উদ্দেশ্যে অধিকতর কার্যকর স্থানীয় উন্নয়ন ও সহশ্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে সহায়তাকরণে ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাব্য ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত দশকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। গ্রাম ও পেরি আরবান এলাকায় দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যেমন বৈচিত্র্যতা বেড়েছে তেমনি স্থানীয় সরকার কর্তৃক বাড়তি রাজস্ব আহরণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তন ছিল একটি নতুন সংযোজন। আশির দশকের মাঝামাঝি এ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয় মূলত প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোকে উপজেলা পরিষদের আওতায় এনে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকাকে আরও অর্থবহ করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের যাত্রা শুরু হলেও নব্বইয়ের গণতান্ত্রিক উত্তরণের পর তা বাধাগ্রস্ত হয় মূলত সামরিক শাসক কর্তৃক উপজেলা পদ্ধতি বাস্তবায়নের কারণে।

* সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস। প্রবন্ধটি রিভিউ করে দেয়ার জন্য লেখক জনৈক রিভিউয়ারের নিকট কৃতজ্ঞ।

উপজেলা পদ্ধতির গুরুত্ব বিভিন্ন মহলে অনুধাবিত ও প্রশংসিত হওয়ার কারণে ২০০৯ সালে সংশোধিত আইনের মাধ্যমে পুনরায় উপজেলায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। উপজেলা পদ্ধতির কার্যকারিতা আরও শক্তিশালী করার জন্য যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে তা হলো:

- (১) নির্বাচিত উপজেলা পরিষদের অধীনে সরাসরি বিভিন্ন সংস্থাকে কার্যকরভাবে ন্যস্ত করা;
- (২) গণতান্ত্রিক সুশাসনকে আরও সুসংহত করা;
- (৩) জনগণের অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন করা; এবং
- (৪) আর্থিক (উন্নয়ন তহবিল, রাজস্ব-আহরণ) ব্যবস্থাপনা জবাবদিহিমূলক করা।

অন্যদিকে ইউনিয়ন পরিষদকে আরও কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে:

- (১) জনগণের অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- (২) উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার ও রাজস্ব আহরণে ইউপির সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং
- (৩) ইউপির প্রশাসনিক কাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা (বর্তমানে শুধু সচিব প্রশাসনিক ব্যবস্থা দেখাশুনা করেন) যাতে করে এটি একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ইউনিটে পরিণত হয়।

ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের সংশোধিত আইনে (২০০৯) উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু সম্পদের স্বল্পতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ সমস্যা দূরীকরণে দাতাদের সাহায্যপুষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প হতে সরকারকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

বিগত দুই দশকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। দাতাদের সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কার্যক্রমগুলোর ব্যাপ্তি ব্যাপক। লক্ষণীয় হলো যে, প্রকল্পভিত্তিক কর্মসূচিগুলোর অনেক কার্যক্রম এবং উদ্ভাবন (Innovation) এ সকল প্রকল্প শেষ হওয়ার সাথে সাথে পরিসমাপ্তি ঘটে। তাই এ সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা কতটুকু টেকসই হয়েছে এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে কতটুকু ভূমিকা রাখছে তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এ প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ ধরনের একটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এ প্রবন্ধে মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে:

- (১) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নে ২০০৯ সালের আইনে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে সেগুলোর ওপর আলোকপাত করা;
- (২) যে সকল প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম চলছে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রভাব পর্যালোচনা করা; এবং
- (৩) সরকারের পক্ষ থেকে এবং প্রকল্পভিত্তিক যে সকল কার্যক্রম ইউনিয়ন ও উপজেলায় নেয়া হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে নাগরিকরা কতটুকু অবহিত রয়েছে তার একটি মূল্যায়ন করা।

২। ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের নতুন আইন ও বিধিমালা

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ অনুযায়ী স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের সনাতনী ভূমিকায় কিছু নতুন দিক ও মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এগুলো হলো ওয়ার্ড সভা, স্থায়ী কমিটি গঠন (স্ট্যাণ্ডিং কমিটি), অংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রণয়ন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন। ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এ ইউনিয়ন পরিষদসমূহের জন্য পঞ্চবার্ষিকী আবর্তক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া উক্ত আইনে স্বচ্ছ বাজেটের কথাও বলা হয়েছে। উক্ত আইনের ৪৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ইউপি'র চারটি মৌলিক কাজের একটি অন্যতম কাজ হলো স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। এ আইনে একটি আলাদা তফসিলে ইউপি'র প্রধান কার্যাবলির তালিকা প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিধিমালা তৈরির নির্দেশনা রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ (উন্নয়ন পরিকল্পনা) বিধিমালা ২০১৩ এ পরিকল্পনা কমিটি গঠন, বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা রেজিস্টার তৈরিতে কি কি পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এছাড়া উক্ত আইনে বিভিন্ন খাতে ইউপি'র নিজস্ব অর্থায়নে কোন কোন প্রকল্প নেয়া যাবে এবং কোন কোন প্রকল্প নেয়া যাবে না তার নির্দেশনাও রয়েছে। কিন্তু আইন অনুযায়ী ইউপি'র সক্ষমতা অর্জনে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানে সরকারের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে দাতাদের সাহায্যপূষ্ঠ প্রকল্পসমূহ ভূমিকা রাখছে।

সাম্প্রতিককালে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও স্কীমসমূহের বিবরণ প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি সাধন করলেও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও দরিদ্রদের লক্ষ্য করে যথাযথ বিস্তারিত পরিকল্পনা ও স্কীম প্রণয়নের সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। দেখা গেছে, বিদ্যমান উন্নয়ন পরিকল্পনা বিধিমালায় এসব দিক বর্ণিত হয়নি এবং এগুলোকে পরিপূরণ করা দরকার। এসব দুর্বলতা/জটিলতা সমাধানে ইউপি'র জন্য প্রাসঙ্গিক কারিগরি টুলস ও সক্ষমতা গঠনমূলক সহায়তা আবশ্যিক। দাতাদের সাহায্যপূষ্ঠ প্রকল্পসমূহ, যেমন ইউপিজিপি (ইউনিয়ন গভর্নেন্স প্রকল্প) এ সকল লক্ষ্য অর্জনে ইউপি'র সক্ষমতা গঠনে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। ইউপি'তে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন চর্চাকে শক্তিশালী ও জোরালো করতে এবং স্থানীয় সরকারগুলো যাতে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও তৃণমূলের দরিদ্র পরিবারগুলোকে সেবা প্রদানের নিমিত্তে কাজ করে সে লক্ষ্যে সহায়তা দিচ্ছে।

অন্যদিকে উপজেলা আইন ২০০৯ এবং সংশোধনী ২০১১ এ উপজেলা পরিষদকে একটি কার্যকর, সজীব ও গতিশীল স্থানীয় সরকার ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ ও সম্ভাবনা তৈরি হয়। ২০০৯ সালের (২০ বছর পর) উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পর উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন অংশীদের (স্টেকহোল্ডার) মধ্যে প্রশাসনিকসহ বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ, সংশয় ও আশংকা তৈরি হয়। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরবর্তীতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের (যেমন আইন ও বিধিবিধানের সংশোধন) কারণে স্টেকহোল্ডারদের (বিশেষ করে নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ প্রতিনিধি, স্থানীয় এমপি ও প্রশাসনের মধ্যকার) মধ্যে বিরাজমান সন্দেহ, সংশয় ও আশংকা বহুলাংশে দূর করা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় সরকারের মধ্যবর্তী ইউনিট হিসেবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রেক্ষিত থেকে উপজেলা

পরিষদের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। বস্তুত একটি কার্যকর উপজেলা পরিষদ স্থানীয় প্রশাসনকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহিকরণ ও পল্লী উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণমূলক মন্ত্রণালয়ের (যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানিসম্পদ, কৃষি) দপ্তর উপজেলা পর্যায়ে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এসব সরকারি দপ্তরকে উপজেলা পরিষদের আওতায় আনয়ন সরকারি সেবা প্রদান ব্যবস্থাকে অধিকতর দক্ষ ও জবাবদিহি করতে পারে এবং এজন্য একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ও সুশাসিত উপজেলা পরিষদ প্রয়োজন। এ পর্যন্ত ১৭টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর উপজেলা পরিষদে ন্যস্ত হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ ২০ বছর পর আবার কার্যকর হয়েছে। পুনরুজ্জীবিত অবয়ব ও কাঠামোতে স্থানীয় সরকারের সক্ষমতার (উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার ও রাজস্ব আহরণে) উপর উপজেলা পরিষদের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত নেতৃত্বের স্থানীয় সরকারের এ ইউনিটকে পরিচালনায় ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও পারদর্শীতা থাকা প্রয়োজন কেননা এ ইউনিট আমলাতন্ত্র, উন্নয়ন পেশাজীবী ও অন্যান্য জননেতাদের একটি একক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে সমন্বিত করে। পরিষদের বেশির ভাগ নতুন নেতৃত্বের এ ধরনের অভিজ্ঞতা নেই। স্থানীয় নেতৃত্বের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের আবেশ্যকতার দুটো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও গণতন্ত্রের চর্চা। এ ধরনের দক্ষতা ছাড়া উপজেলা পরিষদ যেমন তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারবে না তেমনি জনগণের প্রত্যাশা পূরণেও সক্ষম হবে না। উপজেলা পরিষদে স্থানীয় সংসদ সদস্যকে উপদেষ্টা পদ প্রদান করার ফলে স্থানীয় উন্নয়নে সংসদ সদস্যের ভূমিকা জোরদার হয়েছে যা অনেক ক্ষেত্রে উপজেলা চেয়ারম্যান ও স্থানীয় সংসদ সদস্যের মধ্যে ক্ষমতার টানা পোড়েন তৈরি করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এ অভিযোগ রয়েছে যে, স্থানীয় সংসদ সদস্য তার “উপদেষ্টা” ভূমিকার বাইরে যেয়ে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অনধিকার হস্তক্ষেপ করে থাকেন।

ইউনিয়নের মতো উপজেলাকেও বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ বাজেট প্রণয়ন করতে হয়। এ সকল কার্যাবলি সম্পাদনে পরিষদের সক্ষমতা অর্জনে ইউজেডজিপি (উপজেলা গভর্নেন্স প্রকল্প) প্রকল্প ভূমিকা রাখছে।

২০০৯ এর আইনে ইউনিয়ন ও উপজেলাকে শক্তিশালীকরণে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হলো:

- (১) ইউপিতে ওয়ার্ড সভা আয়োজন: প্রতিটি ওয়ার্ডে বছরে ২টি ওয়ার্ড সভা করতে হবে যেখানে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে বিভিন্ন উন্নয়ন স্কীম ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সদস্য এ সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
- (২) স্থায়ী কমিটি গঠন

উপজেলা: উপজেলার ক্ষেত্রে ১৭টি সরকারি সংস্থার বিপরীতে ১৭টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে (সংযুক্তি দেখুন)। উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানগণ এ সকল কমিটিতে সভাপতিত্ব করবেন। সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগের সিদ্ধান্তগুলো এ কমিটিগুলো গ্রহণ করবে এবং তাদের সুপারিশ উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করবে।

ইউনিয়ন: প্রত্যেকটি ইউনিয়নে ১৩টি করে স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে (সংযুক্তিতে বর্ণনা দেয়া হয়েছে)। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হতে কমিটিগুলোর সভাপতি নির্বাচিত হবে। ৫-৭ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠিত হবে। জনগণের মধ্য হতে বাকি সদস্য মনোনীত করা হবে। এ কমিটিগুলো ইউনিয়নের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত প্রদান করবেন এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে পরিষদ সিদ্ধান্ত নিবে।

- (৩) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি: প্রত্যেক ইউনিয়নকে নিয়মিতভাবে বাৎসরিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এ উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থানীয় ভিত্তিক উন্নয়নের চাহিদা, অর্থের যোগান, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, ইতোপূর্বে গৃহীত কার্যক্রমের তালিকা ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা থাকবে।
- (৪) নিয়মিতভাবে বাজেট তৈরি: ইউনিয়ন ও উপজেলাকে নিয়মিতভাবে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। এ বাজেটে আয় ও ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে থাকবে যার ভিত্তিতে পরিষদ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ বাজেট পরিষদে পাশ করানোর পর তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হয়। বাজেট তৈরির ক্ষেত্রে উন্মুক্ত বাজেট সেশন করতে হবে যেখানে জনগণ তাদের মতামত প্রদান করতে পারবেন। এরপর বাজেটের কপি পরিষদ চত্বরে নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো হয় এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

৩। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রমের ভূমিকা

ইউএনডিপি সহায়তায় ২০০০ সালের জুলাই মাসে পরীক্ষামূলকভাবে সিরাজগঞ্জ স্থানীয় সরকার উন্নয়ন প্রকল্প (এসএলজিডিপি) শুরু হয় এবং ২০০৭ সালে এ প্রকল্প সমাপ্ত হয়। এসএলজিডিপি উপর পরিচালিত এক স্বাধীন সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো ও সেবা প্রদান ব্যবস্থার উপর বিকেন্দ্রীকৃত (devolved) থোক বরাদ্দের যেমন ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে তেমনি পরিকল্পনা, অর্থায়ন, সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইউপি প্যারফরমেন্সের উন্নয়নের উপরও ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এসএলজিডিপি প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করে দাতাদের সহায়তায় সরকার একটি বড় আকারের বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি (এলজিএসপি) দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করেছে। এ প্রকল্পের (প্রকল্প দলিলে বর্ণনামতে) একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো তহবিল কার্যকরভাবে ব্যবহার ও রাজস্ব আহরণে ইউপির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এলজিএসপি প্রকল্পের আওতায় দেশের ৪,৪০১টি ইউপিতে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহে থোক বরাদ্দ পরিমাণে খুবই সামান্য (প্রতি বছর ৬৫০,০০০ টাকা) হওয়ায় দেশের ছয়টি জেলায় একটি সম্প্রসারিত এলজিএসপি-এলআইসি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অধিকতর টার্গেটেড উপায়ে তহবিল ব্যবহারে (বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত দারিদ্র্য নিরসন) ইউপির সক্ষমতা বাড়াতে অতিরিক্ত প্রায় ৭ লাখ টাকা বরাদ্দ হিসেবে দেয়া হয়েছিল। বিআইডিএস (২০১০) এর একটি সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, এ সকল থোক বরাদ্দের ফলাফল ভালোভাবে কার্যকর হওয়া নির্ভর করে ভালো নেতৃত্বের উপর।

এলজিএসপি-এলআইসি প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু সৃজনশীল ও উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যেমন স্থানীয় পর্যায়ে ওয়ার্ড উন্নয়ন কমিটি (ডব্লিউডিসি) ও স্কীম তদারকি কমিটি (এসএসসি) গঠন। এর উদ্দেশ্য হলো অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে তহবিলের কার্যকর

ব্যবহার নিশ্চিত করা। এসব কমিটিকে প্রকল্প বাছাই, ব্যবস্থাপনা ও বাজেট প্রক্রিয়া বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় কেননা কমিটির সদস্যদেরকে স্থানীয় কমিউনিটি থেকে নেয়া হয়ে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে থেকে ডব্লিউডিসি ও এসএসসির কর্মকাণ্ডে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে একদল স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষক (৬-৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত) ইউপি কর্তৃক নিয়োগ করা হয়। এ দলটি ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেশন টীম (ইউএফটি) নামে পরিচিত ছিল। এলজিএসপি-এলআইসি প্রকল্প তাদেরকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বাজেটিং ও কমিউনিটি অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় কৌশলের সাথে খাপ খেতে ৬ দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ইউএফটির সদস্যরা চাহিদার ভিত্তিতে কাজ করে, যখন একটি বিশেষ প্রকল্প নেয়ার প্রয়োজন হবে তখন। এর বিনিময়ে তারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অল্প পরিমাণ সম্মানী পেয়ে থাকে। ইউএফটি ডব্লিউডিসির সদস্যদেরকে পিআরএ ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা বিষয়ে দুদিনের এবং স্কীম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিষয়ে এসএসসি সদস্যদেরকে দুদিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে (হোসেন ও অন্যান্য, ২০১০)। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ইউএফটি, ডব্লিউডিসি ও এসএসসি এর প্রতিশন অব্যাহত রাখা হয়নি। তবে লক্ষণীয় যে, সরকার ২০০৯ সালে একটি সংশোধিত ইউপি আইন জারি করে যা ইউপি পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণভিত্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে এলজিএসপি-এলআইসির অভিজ্ঞতার আলোকে ওয়ার্ড সভা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করে। প্রতিটি ওয়ার্ডে বছরে ২টি ওয়ার্ড সভা অনুষ্ঠিত হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যেখানে এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন চাহিদা ও কৌশল প্রণয়নে জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবে ওয়ার্ড সভাগুলো তেমনভাবে কার্যকর নয়। ওয়ার্ড সভা অনুষ্ঠিত হলেও অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ জনগণের তেমন সম্পৃক্ততা থাকে না। ইউপি চেয়ারম্যানগণ তাদের পছন্দের লোকজন নিয়ে দায়সারাবে এসব সভা করে থাকেন বলে বিভিন্ন জরিপের ফলাফলে ওঠে এসেছে।

সারণি ১

এলজিএসপি, এলজিএসপি-এলআইসি ও ইউপিজিপি প্রকল্পসমূহ কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক
বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন: একটি তুলনামূলক চিত্র

এলজিএসপি-এলআইসি	এলজিএসপি	ইউপিজিপি
<ul style="list-style-type: none"> ওয়ার্ড উন্নয়ন কমিটি (প্রতি ইউপিতে ৯টি ডব্লিউডিসি) নারী উন্নয়ন ফোরাম ইউনিয়ন পরিষদ পরিকল্পনা কমিটি ৩০ শতাংশ স্কীম নারীদের জন্য ও নারীদের দ্বারা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হয়ে থাকে পাড়া ও ওয়ার্ড পর্যায়ের পরিকল্পনা সাপ্লিমেন্টারী/অতিরিক্ত খোক বরাদ্দ + অতিরিক্ত খোক বরাদ্দ ন্যূনতম শর্ত অডিট নারী অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পের জন্য ৩০ শতাংশ বাজেট 	<ul style="list-style-type: none"> স্কীম বাস্তবায়ন কমিটি (স্কীমভিত্তিক) ইউনিয়ন পরিষদ কারিগরি সহায়তা কমিটি ওয়ার্ড পর্যায়ের পরিকল্পনা অতিরিক্ত খোক বরাদ্দ অডিট 	<ul style="list-style-type: none"> ওয়ার্ড সভা নারী উন্নয়ন ফোরাম ইউপি পরিকল্পনা কমিটি স্থায়ী কমিটি ওয়ার্ড পর্যায়ের পরিকল্পনা বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অতিরিক্ত খোক বরাদ্দ অডিট

(চলমান সারণি ১)

এলজিএসপি-এলআইসি	এলজিএসপি	ইউপিজিপি
<ul style="list-style-type: none"> স্কীম তদারকি কমিটি (এসএসপির সকল সদস্য কমিউনিটি থেকে) ৯টি এসএসপি ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেশন টিম উপজেলা রিসোর্স টিম সক্ষমতা গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মূল ভূমিকা পালন করে জেলা ফ্যাসিলিটেশন (ইউএনডিপি কর্তৃক নিয়োগকৃত) থোক বরাদ্দ সমন্বয় কমিটি উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি তথ্য বিনিময় সভা 	<ul style="list-style-type: none"> স্কীম তদারকি কমিটি (ইউপি চেয়ারম্যান হলো এসএসপির চেয়ার) ৩টি এসএসপি উপজেলা রিসোর্স টিম জেলা ফ্যাসিলিটেশন (ইউএনডিপি কর্তৃক নিয়োগকৃত) স্কীম বাস্তবায়ন কমিটি থোক বরাদ্দ সমন্বয় কমিটি উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি 	<ul style="list-style-type: none"> ইউডিপি পিআইসি এসএসপি জেলা ফ্যাসিলিটেশন (ইউএনডিপি কর্তৃক নিয়োগকৃত) স্কীম বাস্তবায়ন কমিটি উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি

উৎস: প্রকল্প সংক্রান্ত দলিলসমূহ; ইউএনডিপি।

৪। ইউনিয়ন পরিষদ গভর্নেন্স প্রজেক্ট (ইউপিজিপি) এবং উপজেলা পরিষদ গভর্নেন্স প্রজেক্ট (ইউজেডজিপি)

আর্থিক ও রাজস্ব ক্ষমতা হস্তান্তরকে অধিকতর কার্যকর ও এমডিজি মুখী করতে পরিষদের অভ্যন্তরে ও নিজস্ব কর্মকাণ্ডে সুশাসন ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের উন্নয়নের মাধ্যমে এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অধিকতর দক্ষ ও কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পরিষদকে শক্তিশালী করার কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে এলজিএসপি-এলআইসি প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ২০১২ সালে আরও দুটি প্রকল্প স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে পারফরমেন্সভিত্তিক আর্থিক সুবিধাদিসহ ২০১২ সালে দেশের ১৪টি নির্বাচিত উপজেলায় উপজেলা গভর্নেন্স (ইউজেডজিপি) এবং ইউনিয়ন পরিষদ গভর্নেন্স (ইউপিজিপি) প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়। প্রকল্পের কাঠামোর আওতায় নির্বাচিত উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহে শর্তযুক্ত আর্থিক ও রাজস্ব ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে। এ প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্য হলো:

- পারস্পরিক জবাবদিহিতার পদ্ধতি শক্তিশালী করা
- নাগরিক সম্পৃক্ততা (নাগরিক সনদ, তথ্য অধিকার আইন, ই-গভর্নেন্স) সংক্রান্ত সরকারি নীতিসমূহ বাস্তবায়ন করা
- উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয়ক হিসেবে উপজেলা পরিষদকে গড়ে তোলা
- জেডার বিষয়সমূহকে মূলধারায় নিয়ে আসা
- গরিব-বান্ধব ও জেডার সংবেদনশীল পরিকল্পনা ও সেবার প্রসার করা
- জীবন-জীবিকা সহায়ক পরিবেশের উন্নতিসাধন
- তদারকি, পরীক্ষা ও নীতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত কার্যক্রম বৃদ্ধি করা

ইউনিয়ন পর্যায়ে এলজিএসপি ও এলজিএসপি-এলআইসি এর অভিজ্ঞতার আলোকে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে দাতাদের সহায়তায় ২০১২ সাল থেকে এ দুটো প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে (ইউপিজিপি ও ইউজেডজিপি)। উপজেলা হচ্ছে স্থানীয় সরকারের মধ্যবর্তী স্তর আর ইউনিয়ন হলো সর্বনিম্ন স্তর। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংস্কারে বাংলাদেশ সরকারকে দেয়া ইউএনডিপি ও ইউএনসিডিএফ এর সহযোগিতা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের ৭টি জেলার ১৪টি নির্বাচিত উপজেলায় এ দুটো প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ইউজেডজিপি ও ইউপিজিপি এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় করার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে (বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে অধিকতর অর্থবহ ও কার্যকর করার নিমিত্তে) ইউপি ও উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা। সিরাজগঞ্জ জেলায় ইউএনডিপি ও ইউএনসিডিএফ এর পরীক্ষামূলক প্রকল্পের ভিত্তিতে গত দশকে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ প্রকল্পের সফলতা সরকার কর্তৃক দেশব্যাপী বড় পরিসরে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণকে (এলজিএসপি ধরনের প্রকল্প) ত্বরান্বিত করে। এলজিএসপি এর সফলতা বিবেচনা করে একটি ব্যাপকভিত্তিক এপ্রোচ (গণতান্ত্রিক সুশাসন ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা উভয়টি নিয়ে গঠিত) গ্রহণ করা হয়।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইউজেডজিপি নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর জোর দেয়: (ক) উপজেলা পরিষদকে কার্যকর, গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা, (খ) গরিবমুখী সেবা প্রদান ব্যবস্থা চালু ও এমডিজি বাস্তবায়ন লক্ষ্যে উপজেলার পরিকল্পনা ও বাজেট ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, এবং (গ) নীতিমালা পর্যালোচনা, পরীক্ষা শিক্ষা গ্রহণ এবং উন্নত স্থানীয় শাসনের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতার উন্নয়নকল্পে স্থানীয় সরকার বিভাগের কারিগরি সক্ষমতা শক্তিশালী করা। পক্ষান্তরে ইউপিজিপি এর ফোকাস হচ্ছে: (ক) নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা জোরদার করা, (খ) ইউপি কর্তৃক গরিবমুখী ও এমডিজি ওরিয়েন্টেড পরিকল্পনা, অর্থায়ন এবং সেবা প্রদান বাস্তবায়নে সৃজনশীল কার্যক্রম বৃদ্ধি করা, এবং (গ) নীতিমালা পর্যালোচনা, পরীক্ষা শিক্ষা গ্রহণ এবং উন্নত স্থানীয় শাসনের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতার উন্নয়নকল্পে স্থানীয় সরকার বিভাগের কারিগরি সক্ষমতা শক্তিশালী করা।

এ দুটো প্রকল্প অধিকতর জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার সাথে দুটো পরিষদের কর্মকাণ্ডে নাগরিকদের ব্যাপকতর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এজন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা প্রদান ব্যবস্থা ও স্থানীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা মূল্যায়ন ও নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে এসব প্রকল্প কর্তৃক কয়েকটি “নাগরিক অভিমত জরিপ” পরিচালিত হয়েছে। এ ধরনের জরিপের আরও উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় সরকারে প্রতিনিধি ও কমিনিউনিটিসহ স্টেকহোল্ডারদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা। এ জরিপ বিশেষ করে সেবার মান ও সেবার পর্যাপ্ততা বিষয়ে নাগরিকদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেয়ার পাশাপাশি সামাজিক পরীক্ষা/অডিট সহ সেবা প্রদান ব্যবস্থা ও স্থানীয় গণতন্ত্রের মান উন্নয়নে প্রকল্পগুলোর ভূমিকার একটি মূল্যায়ন করেছে।

এসব প্রকল্পের আওতায় যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে সেগুলোর লক্ষ্য হলো উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা গঠন ও বৃদ্ধি করা, গণতন্ত্রের প্রসার ঘটিয়ে ও স্থানীয় জনগণকে

ক্ষমতায়িত করার (বিশেষ করে নারী প্রতিনিধিদেরকে যাতে তারা ইউপি ও উপজেলা পরিষদের নীতিসংক্রান্ত বিষয়ে সক্রিয় অংশ নিতে পারে) মাধ্যমে এগুলোকে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। সক্ষমতা গঠন প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত হলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করা এবং সেগুলো বুঝতে ও জানতে সহায়তা করা। এটা দক্ষতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধিতে সহায়তার পাশাপাশি বিদ্যমান আইনি কাঠামোর আওতায় কার্যসম্পাদন এবং পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের প্রত্যাশা ও চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। সার্বিকভাবে এ প্রকল্পগুলো নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে পরিচালিত হচ্ছে:

- (১) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সংবিধিবদ্ধ বিধিবিধান ও শর্তসমূহ মেনে তাদের নির্ধারিত ভূমিকা, দায়িত্ব, কর্তব্য অধিকতর কার্যকরভাবে সম্পন্নকরণের উপর জোর দেয়। নতুন দায়িত্বাবলী বাস্তবায়ন, প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত ও দূরীকরণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ এ বর্ণিত ক্ষমতা, কার্যাবলি ও দায়িত্বাবলীর সাথে সঙ্গতি রেখে সঠিক নৈপুণ্য ও সক্ষমতা দিয়ে সহায়তা নিশ্চিতকরণে ইউপি চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড মেম্বারসহ নারী সদস্যদের সক্ষমতা গঠনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এ প্রকল্প।
- (২) পরিষদ ও স্থানীয় নাগরিকদের মধ্যে সমতাভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্পৃক্ততা তৈরি, স্থানীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রের মূল্যবোধ গভীরতর করা এবং গরিবমুখী সেবা প্রদান ব্যবস্থা ও কার্যক্রম নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে তা হলো ওয়ার্ড সভাকে সক্রিয় ও কার্যকর করা, স্থায়ী কমিটিগুলোকে শক্তিশালী করা এবং নারী উন্নয়ন ফোরামকে সহায়তা করা।
- (৩) বিদ্যমান আইনি কাঠামোর আওতায় সহজ ও যথাযথ পরিকল্পনা ও বাজেট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এবং অবকাঠামো সহায়তা ও স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সেবার ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের উন্নতিতে সহায়তা করা। এছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গাইডলাইন অনুসরণ করে দেশের সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন কর্তৃক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করা।
- (৪) এমডিজি অভিমুখী অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও বাজেটরী কাঠামোতে বাংলাদেশের ১৪টি উপজেলার জন্য সহায়তা প্রদান করছে। এসব সহায়তার অন্তর্ভুক্ত হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং জেডার সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থানীয় সেবা কার্যক্রম ও অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তাকল্পে আর্থিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান করা। অধিকন্তু উন্নয়নে পার্থক্য ঘটানো ও এমডিজি অর্জনে অবদান রাখার নিমিত্তে মৌলিক সেবা প্রদান কার্যক্রমের উন্নতির উপায় হিসেবে পরিষদকে সহায়তা প্রদান করে।
- (৫) উভয় প্রকল্পের একটি অভিন্ন লক্ষ্য হলো আইন ও বিধিবিধানসহ জাতীয় নীতি ও সিস্টেমের উন্নয়নে সহায়তা করা যা উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ আইন বাস্তবায়নে তাদেরকে সক্ষম করবে। এছাড়া এ প্রকল্প পরিকল্পনা, মানব সম্পদ ও প্রশাসন সম্পর্কিত ম্যানুয়াল প্রস্তুত ও সেগুলো কার্যকরণে সরকারকে সহায়তা করবে।

- (৬) ইউনিয়ন পরিষদের কার্যগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার উন্নয়ন এবং কার্যকর, দক্ষ ও দায়বদ্ধ গরিবমুখী অবকাঠামো ও সেবা কার্যক্রম প্রদানে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হলো জেভার মেইনস্ট্রিমিং, স্থানীয় নারী নেতৃত্বের ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা ইত্যাদি।
- (৭) উপরোক্ত বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে কারিগরি সহায়তা ছাড়াও আর্থিক থোক বরাদ্দ দেয়া হয়। কর্মদক্ষতাভিত্তিক থোক বরাদ্দ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো পরিষদ সমূহের কার্যসম্পাদন দক্ষতা বৃদ্ধি করা। তাই দক্ষ ও পারদর্শী ইউপিগুলোকে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়। আর্থিক ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক যেমন রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, রাজস্ব আদায়ের হার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, জনগণের অংশগ্রহণ, পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন, দারিদ্র্য ও সমতা লক্ষ্যাভিমুখীতা, পরিবেশ/জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল ইউপি ফোকাস করে ও দক্ষতা প্রদর্শন করে সেসব ইউপিকে এ বরাদ্দ দেয়া হয়। আরেকটা উদ্দেশ্য হলো ইউপিসমূহের নিজস্ব রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করা।

৫। গণতান্ত্রিক শাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড: প্রকল্পভুক্ত ও প্রকল্প বহির্ভূত ইউনিয়নসমূহের অবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র

ইউপিজিপি এবং ইউজেডজিপি প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার এ দুটি প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণে কতটুকু ভূমিকা রাখছে তার বিভিন্ন মূল্যায়ন করা হয়েছে। মূল্যায়নগুলো স্বাধীন সংস্থা দ্বারা করা হলেও অর্থায়ন করা হয়েছে ইউএনডিপি কর্তৃক। এ সকল মূল্যায়নের ফলাফলের প্রেক্ষিতে প্রকল্পভুক্ত এবং প্রকল্প বহির্ভূত উপজেলা ও ইউনিয়নের অবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো। বিআইডিএস (২০১০, ২০১২, ২০১৫) কর্তৃক সাম্প্রতিক সময়ে পরিচালিত কিছু সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এ আলোচনা করা হয়েছে।

ক. ইউনিয়ন পরিষদ

সাম্প্রতিক সময়ে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে পরিচালিত বিভিন্ন জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকল্পভুক্ত ও প্রকল্প বহির্ভূত ইউনিয়নসমূহের অবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো। মূলত গণতান্ত্রিক সুশাসন সংক্রান্ত পর্যালোচনায় ইউপির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে :

- (১) নাগরিক সনদ ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত
- (২) বিভিন্ন কমিটি গঠন ও ওয়ার্ড সভা অনুষ্ঠান
- (৩) বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন
- (৪) বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন এবং উন্মুক্ত বাজেট আলোচনা
- (৫) উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও মূল্যায়ন

কমিটি গঠন

প্রকল্পভুক্ত সব ইউপিতে ওয়ার্ড উন্নয়ন কমিটি এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হলেও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ৯০ শতাংশে এ সকল কমিটি রয়েছে। সব ইউপি গত বছর বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করেছে। দেখা গেছে, প্রকল্প ও প্রকল্প বহির্ভূত উভয় এলাকাধীন ইউপিসমূহে রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করা হয়। বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি এবং কমিটি গঠনে প্রকল্প ও প্রকল্প বহির্ভূত সকল ইউপির অবস্থা সন্তোষজনক বলা যায়।

নাগরিকের তথ্য অধিকার

সচেতনতা বৃদ্ধি ও তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের একটি প্রধান হাতিয়ার হলো নাগরিক সনদ, যা তৈরি করে ওয়েবসাইটে এবং ইউপির নোটিশ বোর্ডে স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জরিপে দেখা গেছে, প্রকল্প এলাকাভুক্ত ৯৬.৩ শতাংশ ইউপিতে ও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ৬৮ শতাংশ ইউপির কার্যালয়ে নাগরিক সনদ দেখা গিয়েছে। প্রকল্প এলাকাভুক্ত সব ইউপিতে নাগরিক সনদ খোলা জায়গায় প্রদর্শন করা হলেও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ৫২.৪ শতাংশ ইউপিতে নাগরিক সনদ উন্মুক্ত জায়গায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে নাগরিক সনদে বর্ণিত সেবা প্রকৃতপক্ষে পাওয়া যায় না বলেই অধিকাংশ নাগরিকের অভিমত।

পরিকল্পনা

জরিপে (২০১৫) দেখা যায়, যেখানে প্রকল্প এলাকাভুক্ত ৮৪.৬ শতাংশ ইউপি বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করেছে সেখানে প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ৮০ শতাংশ ইউপি তা করেছে। অন্যদিকে প্রকল্প এলাকাভুক্ত ৮৫.৯ শতাংশ ইউপি ও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ৭৯.২ শতাংশ ইউপি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। প্রকল্প এলাকাধীন সব ইউপি ও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকাধীন ৯৬.২ শতাংশ ইউপি তাদের বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত করে থাকে। প্রকল্প এলাকাধীন ৯৬.২ শতাংশ ও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকাধীন ৯২ শতাংশ ইউপি তাদের প্রস্তুতকৃত বার্ষিক পরিকল্পনা প্রদর্শন করে থাকে। জরিপকালে লক্ষ করা গেছে যে, প্রকল্প এলাকাভুক্ত সব ইউপি ও প্রকল্প বহির্ভূত ৮৮ শতাংশ ইউপি তাদের গত এক বছরের আয় ও ব্যয় জনসম্মুখে প্রকাশ করেছে।

বার্ষিক বাজেট

প্রকল্প এলাকাভুক্ত ৯৬.৪ শতাংশ ইউপি এবং প্রকল্প বহির্ভূত ১০০ শতাংশ ইউপিতে গত বছরের প্রস্তুতকৃত বার্ষিক বাজেট দেখা গিয়েছে। প্রকল্প এলাকাভুক্ত সকল ইউপি ও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ৮৮.৫ শতাংশ ইউপি প্রেসক্রাইভ ফর্মে সফলতার সাথে বাজেট প্রস্তুত করেছে। জরিপের উপাত্ত থেকে দেখা যায়, গত এক বছরে প্রকল্প এলাকাভুক্ত ৯৬.৪ শতাংশ ইউপি ও প্রকল্প বহির্ভূত ৯২.৩ শতাংশ ইউপি উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন বা সভার আয়োজন করেছে। প্রকল্প ও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ইউপিসমূহে অনুষ্ঠিত এসব সভায় অংশ নিয়েছে যথাক্রমে গড়ে ৪৪০ জন ও ১৯০ জন।

প্রকল্প এলাকাধীন প্রায় ৭৮ শতাংশ ইউপিতে এমআইএস সিস্টেম রয়েছে কিন্তু প্রকল্প বহির্ভূত এলাকাধীন কোনো ইউপিতেই এমআইএস ব্যবস্থা দেখা যায়নি। আরও দেখা গেছে, প্রকল্প এলাকার ৯০.৫ শতাংশ ইউপি এমআইএস সিস্টেম পেয়েছে ইউপিজিপি থেকে আর ৯.৫ শতাংশ ইউপি পেয়েছে এলজিএসপি থেকে।

প্রশিক্ষণ

ইউপি'র একটি বড় উদ্দেশ্য হলো ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। প্রাতিষ্ঠানিক জরিপ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে দেখা গেছে, প্রকল্প এলাকাভুক্ত ইউপি'সমূহের ৬২.৫ শতাংশ চেয়ারম্যান ও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকাভুক্ত ইউপি'সমূহের ৩৬ শতাংশ চেয়ারম্যান তাদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদে ইউপি সচিব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিন্তু জরিপে দেখা গেছে, প্রকল্প এলাকাভুক্ত ইউপি সচিবদের মধ্যে ৮৫.৭ শতাংশ প্রশিক্ষণ নিয়েছে কিন্তু প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার মাত্র ৩৬ শতাংশ প্রশিক্ষণ নিয়েছে। জরিপের উপাত্ত থেকে দেখা যায়, প্রকল্প বহির্ভূত এলাকাধীন ইউনিয়ন পরিষদসমূহের তুলনায় প্রকল্প এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদসমূহ প্রশিক্ষণের সুযোগ বেশি পেয়ে থাকে।

নথি সংরক্ষণ

প্রকল্প এলাকাভুক্ত ৮৯.৩ শতাংশ ইউনিয়ন পরিষদে ও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকাভুক্ত ৮৮.৫ শতাংশ ইউপি'তে “ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯” এর কপি পাওয়া গেছে। প্রকল্পভুক্ত সব ইউপি'তে ওয়ার্ড উন্নয়ন কমিটি গঠিত হলেও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ৯৬.১ শতাংশ ইউপি'তে ওয়ার্ড উন্নয়ন কমিটি রয়েছে। অন্যদিকে প্রকল্প এলাকাভুক্ত ৯৬.৪ শতাংশ ও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ৯২.৩ শতাংশ ইউপি'তে ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটি রয়েছে। প্রকল্প এলাকাভুক্ত সব ইউপি'তে গত বছর সচেতনতামূলক প্রচারণা সংগঠিত হলেও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকাধীন ৮৪.৬ শতাংশ ইউপি'তে সচেতনতামূলক প্রচারণা সংগঠিত হয়েছে। যেখানে প্রকল্প এলাকাভুক্ত সব ইউপি'তে গত বছর ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করেছে সেখানে প্রকল্প বহির্ভূত এলাকাধীন ইউপিগুলোর ৬৫.৪ শতাংশ ত্রৈমাসিক, ৯৬.২ শতাংশ অর্ধবার্ষিক ও ১০০ শতাংশ ইউপি বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করেছে। দেখা গেছে, প্রকল্প ও প্রকল্প বহির্ভূত উভয় এলাকাধীন ইউপি'সমূহে রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করা হয়। ২০১২ সালের বেজলাইন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে, অধিকাংশ পরিষদে আইনকানুন ও বিধিমালা নথি নেই। ফলে তারা এ সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত ছিল না। যদিও বর্তমানে নথি সংরক্ষণের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তবে অধিকাংশ পরিষদের কর্মকর্তা (চেয়ারম্যান, সচিব, মেম্বর) এসব নিয়ম-কানুন পড়েননি।

উপজেলা পরিষদ সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য

উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে সরেজমিন জরিপের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া গিয়েছে।

নথি

প্রকল্প এলাকাধীন সবগুলো উপজেলায় প্রয়োজনীয় ম্যানুয়ালস ও রিপোর্ট রয়েছে। প্রকল্প বহির্ভূত এলাকাধীন ৭৮.৬ শতাংশ উপজেলায় এডিপি গাইডলাইন, ৯২.৯ শতাংশ উপজেলায় পিপিআর এবং মাত্র ৫৭.১ শতাংশ উপজেলায় প্লান বুক ও ডাটা বই (তথ্যবুক) দেখা গিয়েছে।

বাজেট

প্রতিটি উপজেলাকেই তাদের বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত করতে হয়েছে। ২০১৫ সালের জরিপের উপাত্ত থেকে দেখা যায়, প্রকল্প এলাকাভুক্ত ১০০ শতাংশ এবং প্রকল্প বহির্ভূত এলাকাধীন ৯২.৯

শতাংশ উপজেলা তাদের গত বছরের বাজেট প্রস্তুত করেছে। গত বছরের বাজেট প্রস্তুতে প্রকল্প এলাকাভুক্ত সব উপজেলা এবং প্রকল্প বহির্ভূত এলাকাধীন ৭১.৪ শতাংশ উপজেলা বাজেট অধিবেশন বা সভার আয়োজন করেছে। প্রকল্প ও প্রকল্প বহির্ভূত উভয় এলাকাধীন সব উপজেলার বাজেট উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং তাদের গত বছরের বাজেট প্রস্তুতে প্রেসক্রাইবড ফরম ব্যবহার করেছে। প্রকল্প এলাকাধীন সব উপজেলা এবং প্রকল্প বহির্ভূত এলাকাধীন ৯২.৩ শতাংশ উপজেলা উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন করেছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা

প্রকল্প এলাকাধীন সব উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করলেও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকাধীন ৪২.৯ শতাংশ ও ৩৫.৭ শতাংশ উপজেলা যথাক্রমে তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করেছে। প্রকল্প ও প্রকল্প বহির্ভূত উভয় এলাকাধীন সব উপজেলার কোনো না কোনো ধরনের পরীক্ষণ ব্যবস্থা আছে। প্রকল্প এলাকাভুক্ত প্রতিটি উপজেলার এবং প্রকল্প বহির্ভূত এলাকাধীন ৯২.৯ শতাংশ উপজেলার কার্যক্রম যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা মনিটর হয়ে থাকে। প্রকল্প এলাকাধীন উপজেলাসমূহের কার্যক্রম উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গত এক বছরে গড়ে ৪.১ বার পরীক্ষিত হলেও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকায় হয়েছে গড়ে ৩.৫ বার।

তথ্য অধিকার

প্রকল্প এলাকার সব উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) মেনে চলার উদ্যোগ নিলেও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকাধীন মাত্র ৫০ শতাংশ উপজেলা তা করেছে। জরিপকৃত উপজেলাসমূহের মধ্যে প্রকল্প এলাকাভুক্ত ৩৩.৩ শতাংশ উপজেলা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এবং প্রকল্প বহির্ভূত এলাকাধীন ৩৩.৩ শতাংশ উপজেলা বিলবোর্ডের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করে থাকে। প্রকল্প ও প্রকল্প বহির্ভূত উভয় এলাকাধীন সব উপজেলাই নিজেদের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করে থাকে।

মাসিক সভা

উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলা পরিষদকে বছরে কমপক্ষে একবার মাসিক সভার আয়োজন করতে হয়। জরিপ থেকে দেখা গেছে, প্রকল্প এলাকাভুক্ত উপজেলাগুলোতে গত এক বছর গড়ে ১১.৯টি সভা হয়েছে আর প্রকল্প বহির্ভূত এলাকায় হয়েছে গড়ে ১১.৫টি সভা। প্রকল্প ও প্রকল্প বহির্ভূত উভয় এলাকাধীন উপজেলাসমূহে অনুষ্ঠিত সবগুলো সভায় ইউএনও উপস্থিত ছিল।

২০১৫ সালে প্রকল্প ও প্রকল্প বহির্ভূত উভয় এলাকায় ৭১.৪ শতাংশ সভা আহ্বান করেছে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সভাপতি, মাত্র ২৮.৬ শতাংশ সভা আহ্বান করেছে ইউএনও। প্রকল্প এলাকাভুক্ত উপজেলাসমূহে অনুষ্ঠিত সভার ৬৪.৩ শতাংশ সভায় স্থানীয় সংসদ সদস্যরা অনিয়মিতভাবে উপস্থিত থেকেছে আর প্রকল্প বহির্ভূত এলাকায় এ হার ৫০ শতাংশ। জরিপের উপাত্ত থেকে দেখা যায়, উপজেলা পরিষদের সকল সদস্য মাসিক সভায় উপস্থিত থেকেছে- প্রকল্পভুক্ত ১০০ শতাংশ উপজেলার এবং প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ৮৫.৭ শতাংশ উপজেলার। মাসিক সভায় সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের উপস্থিতি উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় নারী সদস্যদের ভয়েস বৃদ্ধি করে। রেকর্ড থেকে দেখা যায়, প্রকল্প এলাকাভুক্ত উপজেলাসমূহের ৫০ শতাংশ সভায় এবং প্রকল্প বহির্ভূত এলাকাধীন উপজেলাসমূহের ৬৪.৩ শতাংশ সভায় নারী সদস্যরা (সংরক্ষিত আসনের) অংশ

নিয়োগে। জরিপের উপাত্ত থেকে আরও দেখা যায়, প্রকল্প এলাকাভুক্ত সব উপজেলার কার্যক্রম উপপরিচালক স্থানীয় সরকার (ডিডিএলজি) ও জেলা প্রশাসক (ডিসি) অনিয়মিতভাবে পরিদর্শন করেছেন।

সামগ্রিক পর্যালোচনা

প্রকল্পভুক্ত উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ প্রকল্পের সহায়তায় বাজেট প্রণয়ন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, নাগরিক সনদ প্রণয়ন ও প্রকাশ, স্থায়ী কমিটি গঠনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রগতি সাধন করলেও প্রকল্প বহির্ভূত পরিষদগুলোর অবস্থা তেমন সন্তোষজনক নয়।

বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে প্রয়োজনীয় লোকবল ও সক্ষমতার প্রকট অভাব রয়েছে। এ ধরনের কার্যক্রমের জন্য একটি আলাদা ইউনিট বা নির্দিষ্ট ডেস্ক থাকা প্রয়োজন। উপজেলায় বাজেট তৈরি হয় মূলত চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং হেডক্লার্কের তত্ত্বাবধানে। অন্যদিকে ইউনিয়নে বাজেট ও পরিকল্পনা তৈরি করে ইউপি সচিব। ফলে এসব বাজেট ও পরিকল্পনায় অনেক ভুল-ত্রুটি রয়েছে। পরিকল্পনাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিছক স্কীম লিস্টে পরিণত হয়েছে।

বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদকে নতুন (২০০৯) আইনে অনেক কিছু করার নির্দেশনা দেয়া হলেও এ সকল বিষয়ে তাদের সক্ষমতা অর্জনে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। জনবল এবং প্রণোদনার অভাবে এ সকল ভালো উদ্যোগ তেমন কোনো সুফল বয়ে আনছে না।

অন্যদিকে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ইউএনডিপির নিয়োগকৃত কর্মকর্তা থাকায় তারা বিভিন্ন কার্যক্রম মনিটর করছে এবং ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে। প্রকল্প বহির্ভূত এলাকায় এ সকল কার্যক্রম মনিটরিং না হওয়ায় সেসব কার্যক্রম অত্যন্ত দায়সারাভাবে হচ্ছে। জরিপে সংখ্যাগত উন্নয়ন লক্ষ করা গেলেও গুণগত উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে তেমন হচ্ছে না।

প্রকল্প শেষ হওয়ার পর সুশাসনগত উন্নয়নের ধারাকে টেকসই করা জন্য সরকারকে এখনই চিন্তা করা প্রয়োজন। ইউপি ও উপজেলার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা গেলে এবং সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দের জবাবদিহিতা বাড়াতে পারলে স্থানীয় সরকার ইউনিটগুলো আরও কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়।

৬। ইউপি ও উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে নাগরিক সচেতনতা

৬.১। পরিষদ, ওয়ার্ড ও স্থায়ী কমিটির সভা

জরিপ থেকে দেখা গেছে, প্রকল্পভুক্ত এলাকার ৪১.৩ শতাংশ ও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার মাত্র ২৮.৮ শতাংশ উত্তরদাতার ইউপির সভা সম্পর্কে কিছু ধারণা আছে। তবে উপজেলা পরিষদের সভা সম্পর্কে প্রকল্পভুক্ত ও প্রকল্প বহির্ভূত উভয় এলাকার জনগণের ধারণা খুবই কম, যথাক্রমে ২২ ও ১৩ শতাংশ। ওয়ার্ড সভা সম্পর্কে এ উভয় এলাকার যথাক্রমে ৪৫.৫ ও ২৪.৪ শতাংশের কিছুটা ধারণা থাকলেও গত এক বছরে ওয়ার্ড সভায় উপস্থিত থেকেছে যথাক্রমে ২৭.৭ শতাংশ ও ১৩ শতাংশ উত্তরদাতা (উত্তরদাতার পরিবারের প্রতিনিধিদেরসহ)।

ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির সভা সম্পর্কে প্রকল্পভুক্ত এলাকার ২৫.৬ শতাংশ উত্তরদাতার বিপরীতে প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার মাত্র ১৩.১ শতাংশ অবগত আছে। “ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি” ইউপির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ (উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তদারকির জন্য) কমিটি হলেও প্রকল্পভুক্ত এলাকার মাত্র ১৮.২ শতাংশ ও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ৯.১ শতাংশ উত্তরদাতা এ কমিটি সম্পর্কে জানে বা জ্ঞাত। অন্যদিকে পিআইসি সম্পর্কে নাগরিকের ধারণা নেই বললেই চলে।

ইউপি আইন ২০০৯ অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে মাসে একবার সাধারণ সভার আয়োজন করতে হয়। কিন্তু সাধারণ জনগণ এ বিষয়ে তেমন অবগত নয়। জরিপের উপাত্ত থেকে দেখা যায়, মোটামুটি নিয়মিতভাবে সভা হয়। অধিকন্তু ইউপি সাধারণ সভায় মোট গড় উপস্থিত সংখ্যা যেখানে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১২.৭১ জন (পুরুষ ৯.৭৫ জন, মহিলা ২.৯৬ জন) সেখানে প্রকল্প বহির্ভূত এলাকায় ১২.৩৫ জন (পুরুষ ৯.৪২, মহিলা ২.৯২ জন)। ইউপি আইন অনুযায়ী প্রতিটি ইউপিতে ১৩টি স্থায়ী কমিটি থাকার বিধান রয়েছে (ইউপির কার্যকর কার্যসম্পাদনের জন্য) কিন্তু জনগণ এ সকল কমিটি এবং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তেমন অবগত নয়।

৬.২। পরিকল্পনা, বাজেট, হিসাব নিরীক্ষণ (অডিট) ও কর (ট্যাক্স)

ইউপির বার্ষিক বাজেট সম্পর্কে প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার (২০.১ শতাংশ) তুলনায় প্রকল্পভুক্ত এলাকার (২৯.৮ শতাংশ) উত্তরদাতারা তুলনামূলকভাবে বেশি অবগত। অন্যদিকে উপজেলা বাজেটের ক্ষেত্রেও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার তুলনায় প্রকল্পভুক্ত এলাকার উত্তরদাতারা তুলনামূলকভাবে বেশি অবগত অর্থাৎ একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ইউনিয়ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রকল্পভুক্ত এলাকার ১৫.৬ শতাংশ উত্তরদাতার বিপরীতে প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার মাত্র ১২.৩ শতাংশ উত্তরদাতা জানে। পঞ্চাশতের উপজেলা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ১১.৫ ও ৯.৮ শতাংশ।

ইউপি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুতের বিষয়ে প্রকল্পভুক্ত এলাকার ২৫.৯ শতাংশ উত্তরদাতা ও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ১২.৪ শতাংশ বলেছে গত বছর তারা বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করেছে। তবে উপজেলা বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরির বেলায় প্রকল্প ও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার উত্তরদাতার হারের মধ্যে বিরাট ব্যবধান লক্ষ করা যায়, যথাক্রমে ১৮ ও ৫ শতাংশ। পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির হার প্রকল্প এলাকায় ১৪.৩ শতাংশ এবং প্রকল্প বহির্ভূত এলাকায় মাত্র ৪.৯ শতাংশ। উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ১১ ও ৩ শতাংশ।

জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায়, প্রকল্প এলাকার ৪১ শতাংশ তাদের ইউপির বার্ষিক বাজেট সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকলেও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকায় এ হার ২৩ শতাংশ। উপজেলা পরিষদের প্রকল্পভুক্ত এলাকার উত্তরদাতারা (২৭ শতাংশ) প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার উত্তরদাতাদের (১১ শতাংশ) চেয়ে বেশি অবগত উপজেলা বার্ষিক বাজেট সম্পর্কে। যখন উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন সম্পর্কে উত্তরদাতারা অবগত কিনা তা জানতে চাওয়া হয় তখন দেখা যায় প্রকল্প ও প্রকল্প বহির্ভূত উত্তরদাতাদের যথাক্রমে ১৬ ও ৭ শতাংশ উত্তরদাতা বাজেট অধিবেশন সম্পর্কে অবহিত। আর উপজেলার ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ৮.২ ও ২ শতাংশ।

ইউপির নাগরিকরা (প্রকল্প এলাকার ৬.৭ শতাংশ এবং প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ৩.৮ শতাংশ) মনে করে ইউপিগুলো তাদের অডিট রিপোর্ট প্রকাশের উদ্যোগ কদাচিৎ নিয়ে থাকে। ইউপিগুলো তথ্য

বিনিময়ের প্রধান উপায় হিসেবে বিলবোর্ড ও নোটিশ বোর্ড ব্যবহার করে থাকে। জরিপে দেখা যায়, অডিট রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশে উপজেলা পরিষদের উদ্যোগ সম্পর্কে উত্তরদাতারা অধিক সংখ্যায় সন্দিহান। উপজেলা পর্যায়ে তথ্য প্রকাশ ও বিস্তারে ইউপির মতো একই ধরনের পদ্ধতি ও উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে তবে তথ্য বিস্তারে উপজেলা পর্যায়ে ওয়েবসাইট বড় ভূমিকা পালন করে প্রকল্পভুক্ত এলাকার ৫.১৩ শতাংশ ও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকা ১১.৭৬ শতাংশ এ সম্পর্কে অবগত।

স্থানীয় সরকারের রাজস্ব আহরণের প্রধান উৎস হলো হোল্ডিং ট্যাক্স যা ইউপির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জরিপের ফলাফল অনুযায়ী প্রকল্প ও প্রকল্প বহির্ভূত উভয় এলাকার ৭৩ শতাংশ গত আর্থিক বছরে তাদের হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করেছে। প্রকল্প এলাকার ৮৮.৪ শতাংশ এবং প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার প্রায় ৭৯ শতাংশ উত্তরদাতা হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের বিদ্যমান পদ্ধতি যথাযথ বলে মনে করে।

৬.৩। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও সেবা প্রদান

ইউনিয়ন পরিষদ গভর্নেন্স প্রজেক্ট এবং উপজেলা গভর্নেন্স প্রজেক্ট উভয়ের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজস্ব ব্যয় সক্ষমতা ও অংশগ্রহণভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধি করা। ফলে এটা প্রত্যাশিত ছিল যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথ উপায়ে উন্নয়ন স্কীমসমূহ নিবে এবং সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখবে।

দেখা গেছে, প্রকল্প ও প্রকল্প বহির্ভূত উভয় এলাকার প্রায় ৭৭ শতাংশ উত্তরদাতা ইউপিসমূহ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প ও স্কীম সম্পর্কে অবগত রয়েছে। প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার চেয়ে প্রকল্পভুক্ত এলাকার উত্তরদাতারা বেশি উপকৃত হয়ে থাকে এসব স্কীম থেকে (প্রকল্প এলাকার ৮২.৮ শতাংশ উত্তরদাতার বিপরীতে প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ৬৭.৯ শতাংশ উত্তরদাতা)। এর অর্থ হলো প্রকল্পভুক্ত এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প ভালোভাবে বাস্তবায়িত হয়। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প সম্পর্কে প্রকল্প ও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার উত্তরদাতারা তুলনামূলকভাবে কম অবগত তবে প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার চেয়ে প্রকল্প এলাকার উত্তরদাতারা ভালোভাবে অবগত। ইউপি কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে সর্বোচ্চসংখ্যক উত্তরদাতা (প্রকল্প এলাকার ৯৫ শতাংশের বিপরীতে প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ৮৪ শতাংশ) বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির কথা বলেছে যদিও তা ইউনিয়নের নিজস্ব কার্যক্রম নয়। তারপরেই রয়েছে যথাক্রমে সড়ক ও কালভার্ট (৮৩.৭ বনাম ৭০.৬ শতাংশ) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (৮৩.১ বনাম ৩৯ শতাংশ)। উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে প্রকল্পভুক্ত এলাকার ৬০ শতাংশের বেশি উত্তরদাতা শিক্ষা, সড়ক ও কালভার্ট এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির কথা বলেছে। স্থানীয় নাগরিকদের মতে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার পারফরমেন্স খারাপ।

জরিপ থেকে দেখা গেছে, এমডিজি সম্পর্কে জনগণ তেমনভাবে অবহিত নয় (প্রকল্প এলাকার ৬.২ শতাংশের বিপরীতে প্রকল্প বহির্ভূত এলাকায় ৭.৫ শতাংশ)। যদিও বেশির ভাগ উত্তরদাতা এমডিজি কি তা জানে না তথাপি এমডিজির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন প্রকল্প সম্পর্কে তাদের উত্তর ছিল ইতিবাচক, এ বিষয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উত্তরের হার ৯০ শতাংশ। উত্তরদাতারা এ মত ব্যক্ত করে যে, ইউনিয়ন পর্যায়ে বেশির ভাগ প্রকল্প নেয়া হয়েছে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূলের লক্ষ্যে (প্রকল্প এলাকার

৯২.৪ শতাংশের বিপরীতে প্রকল্প বহির্ভূত এলাকায় ৮৬.৯ শতাংশ) এবং উপজেলা পর্যায়ে নেয়া হয়েছে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে (প্রকল্প এলাকায় ৭০.৯ শতাংশ এবং প্রকল্প বহির্ভূত এলাকায় ৪৯.৬ শতাংশ)।

বৃহৎসংখ্যক উত্তরদাতা (প্রকল্প এলাকা ৯২.৮ শতাংশ, প্রকল্প বহির্ভূত এলাকা ৭৩.৫ শতাংশ) বলেছে, তাদের ইউনিয়নে গ্রাম আদালত কার্যকর রয়েছে। তাদের মধ্যে প্রকল্পভুক্ত এলাকার ২২.৬ শতাংশ এবং প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ১৭ শতাংশ গত এক বছরে গ্রাম আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে। ইউপির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার প্রায় ৭০ শতাংশ এবং প্রকল্পভুক্ত এলাকার ৬০ শতাংশ উত্তরদাতা তাদের সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছে।

ইউপির আওতাধীন প্রকল্পভুক্ত ও প্রকল্প বহির্ভূত উভয় এলাকার এক-তৃতীয়াংশ উত্তরদাতা বলেছে যে, স্কীমসমূহ চেয়ারম্যানরা নিজেরাই নির্বাচন করে থাকে এবং সমসংখ্যক উত্তরদাতা দাবী করে যে পরিষদের মেম্বাররাই স্কীম নির্বাচন করে থাকে। যেহেতু বাস্তবায়িত প্রকল্প/স্কীমের পরীক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু উত্তরদাতাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সাধারণত কারা স্কীমসমূহ পরীক্ষণ করে থাকে। এর উত্তরে প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার প্রায় ৫০ শতাংশ এবং প্রকল্পভুক্ত এলাকার ৩৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করে মূলত চেয়ারম্যানরাই স্কীমসমূহের বাস্তবায়ন পরীক্ষণ করে থাকে। প্রকল্প (৩২.০ শতাংশ) ও প্রকল্প বহির্ভূত (৪৬.৯ শতাংশ) এলাকার এক বৃহৎসংখ্যক উত্তরদাতা এ বিষয়ে জানে না। উপজেলা পরিষদের বেলায় একই ধরনের উত্তর পাওয়া গেছে। এ থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে (ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে) স্কীম গ্রহণের বিধান থাকলেও কার্যত তা পরিপালিত হয় না।

উত্তরদাতাদের তাদের ইউনিয়নের স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন, দারিদ্র্য অবস্থা/পরিস্থিতি ও নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে একটা সার্বিক মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছিল। দেখা গেছে, প্রকল্প এলাকার প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা এ তিনটি ক্ষেত্রে মোটামুটি হিসেবে এবং এক-তৃতীয়াংশ ভালো বলে উল্লেখ করেছে। প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার ১০ শতাংশের কম উত্তরদাতা এ তিনটি ক্ষেত্রে খারাপ বলে এবং প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার এক উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নাগরিক এগুলোকে খারাপ হিসেবে উল্লেখ করেছে (যথাক্রমে ২২.৭, ৩০.৩ ও ৩৮.১ শতাংশ)।

স্থানীয় নাগরিকরা বিভিন্ন ধরনের সেবা নিতে প্রায়শ ইউপি ও উপজেলা পরিষদে যায়। নাগরিকরা প্রধানত দু ধরনের সেবা নিতে ইউপিতে যায়: যেমন জন্ম সনদ (প্রকল্প এলাকায় ৩০.৫ শতাংশ, প্রকল্প বহির্ভূত এলাকায় ২৮.৯ শতাংশ) ও নাগরিকত্ব সনদ (প্রকল্প এলাকার ২৩.৩ শতাংশ, প্রকল্প বহির্ভূত এলাকা ১৯.৪ শতাংশ)। পক্ষান্তরে নাগরিকরা উপজেলা পরিষদে যায় প্রধানত জমি সংক্রান্ত (২২.৭ বনাম ২৭.২ শতাংশ), স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (৩১.১ বনাম ২৬.২ শতাংশ), কৃষি ও সেচ (১১.১ বনাম ৫.৭ শতাংশ) এবং মৎস্য ও গবাদিপশু সংক্রান্ত (৯.২ বনাম ৪.১ শতাংশ) সেবা নিতে।

উপজেলা এবং ইউনিয়নের বাসিন্দাদের উপর পরিচালিত জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, নাগরিকরা এই দুই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে তেমনভাবে অবহিত নয়। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সুশাসন ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর বিষয়ে তেমন জনসম্পৃক্ততা নেই যদিও আইনে বলা হয়েছে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য।

ওয়ার্ড সভা জনগণকে নিয়ে করার কথা থাকলেও তাতে জনসম্পৃক্ততা নেই বললেই চলে। ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটিগুলো অনেক ক্ষেত্রে গঠিত হয়নি এবং যে সব ক্ষেত্রে হয়েছে সেখানে তারা তাদের কার্যপরিধি সম্পর্কে অবগত নয়। তাছাড়াও এসব কমিটিকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা নেই। প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার নিয়ম থাকলেও বাস্তবে পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বরগণই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। ফলে স্কীম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অস্বচ্ছতা রয়েছে।

জরিপের ফলাফল থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে যে, জনগণকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইউপি ও উপজেলায় যে সকল কার্যক্রম গৃহিত হয়েছে বা হচ্ছে তা সম্পর্কে অবহিত করার কোনো ব্যবস্থা নেই। এ বিষয়ে ইউনিয়ন বা উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে এবং সরকারের তরফ থেকে প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা চালানো প্রয়োজন যাতে করে জনগণ এসকল বিষয়ে অবগত হয়। এতে করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার জবাবদিহিতা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি এটি আরও শক্তিশালী হবে।

৭। ইউপি ও উপজেলা পরিষদের উপর প্রকল্প কার্যক্রমের সার্বিক প্রভাব বিশ্লেষণ

স্থানীয় শাসন ও সেবা প্রদানের উপর প্রকল্প কার্যক্রমের প্রভাব যাচাইয়ে আইটেম রেসপন্স থিওরী ব্যবহার করা হয়েছে। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে কতিপয় কমপোজিট সূচক তৈরি করা হয় আর এসব সূচক তৈরিতে ব্যবহার করা হয় প্রাসঙ্গিক প্রশ্নমালা। তারপর এসব সূচককে টেস্ট করা হয়। গভর্নেন্স বিষয়ে প্রকল্প ও প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার নাগরিকদের মধ্যকার জ্ঞানের মাত্রা ও মান যাচাই করার নিমিত্তে পরিচালিত টি-টেস্ট থেকে দেখা গেছে, প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার তুলনায় প্রকল্প এলাকাভুক্ত নাগরিকদের গভর্নেন্স, স্কীম ও সেবা প্রদান বিষয়ে উল্লেখযোগ্য জ্ঞান ও ধারণা রয়েছে। এ থেকে প্রকল্প কার্যক্রমের ইতিবাচক প্রভাব নির্দেশিত হয় (সারণি ২)।

সারণি ২ টি-টেস্ট ফলাফল

(ক) গভর্নেন্স সম্পর্কে ধারণা/জ্ঞান

	প্রকল্পভুক্ত এলাকার গড়	প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার গড়	পার্থক্য বা ব্যবধান	পি ভ্যালু
গভর্নেন্স সম্পর্কে ধারণা/জ্ঞান	০.২০	-০.২০	০.৪০	০.০০***
স্কীম ও প্রজেক্ট সম্পর্কে ধারণা/জ্ঞান	০.৩৩	-০.৩৩	০.৬৬	০.০০***
সেবা সম্পর্কে ধারণা/জ্ঞান	০.১৯	-০.১৯	০.৩৮	০.০০***

(খ) উন্নয়ন নির্দেশক/সূচকসমূহ সম্পর্কে সজ্ঞপ্তি

	প্রকল্পভুক্ত এলাকার গড়	প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার গড়	পার্থক্য বা ব্যবধান	পি ভ্যালু
স্কীম ও প্রকল্প সম্পর্কে সজ্ঞপ্তি	০.০১	-০.০১	০.০২	০.৫৬***
স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সাড়াদান সম্পর্কে সজ্ঞপ্তি	০.১১	-০.১০	০.২১	০.০০***
সেবা প্রদান সম্পর্কে সজ্ঞপ্তি	০.০৬	-০.০৬	০.১২	০.০০***
স্থানীয় পর্যায়ের সার্বিক উন্নয়ন সম্পর্কে অভিমত	০.১৭	-০.১৭	০.৩৪	০.০০***

উৎস: সিটিজেন সার্ভে, ২০১৫ (বিআইডিএস)।

টীকা: ***১% লেভেলে সিগনিফিক্যান্ট।

অন্যদিকে সারণি ২(খ) এ দেখা যায় যে, স্কীম বা প্রকল্প সম্পর্কে সম্ভূতির ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত এবং প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, স্কীম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এখনো হয়নি। তবে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় জবাবদিহিতা, সেবা প্রদান ও সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে।

৮। উপসংহার

এ প্রবন্ধে বিভিন্ন জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদে ২০০৯ পরবর্তী যে সকল পরিবর্তন হয়েছে তার একটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গণতন্ত্র ও সুশাসনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। এ সকল পদ্ধতি প্রশংসনীয় হলেও এগুলো বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা তেমন নেই। দাতাদের সাহায্যপূর্ণ কিছু প্রকল্পের মাধ্যমে এ ধরনের সক্ষমতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা চলছে, যা যথেষ্ট নয়। এর জন্য এসব প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিকে টেকসই করার লক্ষ্যে বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। শুধুমাত্র একজন সচিবের পক্ষে এতগুলো দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। ইউনিয়ন ও উপজেলা উভয় পরিষদেরই লোকবল বাড়াতে হবে। পাশাপাশি পরিষদগুলোকে আয় বাড়ানোর (কর সংগ্রহ) দিকে মনোযোগী হতে হবে।

জরিপের ফলাফল থেকে দেখা গেছে, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান থাকলে প্রকল্পের ফলাফল ও অর্জন সম্পর্কে স্থানীয় নাগরিকদের সম্ভূতির মাত্রা বৃদ্ধি করে। সুতরাং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নাগরিকদের সম্ভূতি দৃশ্যমান করতে নাগরিকদের জ্ঞানের ভিত্তি বাড়ানো একটি গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা হতে পারে। বিদ্যমান আইনি কাঠামোর আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডের সাথে স্থানীয় নাগরিকদের কার্যকর সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করা হলো:

ওয়ার্ড সভা কার্যকর করা: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, স্কীমের তালিকা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইত্যাদি ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা সকল ইউনিয়ন পরিষদের জন্য এখন বাধ্যতামূলক। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা গেছে, ওয়ার্ড সভা সম্পর্কে নাগরিকদের এক-চতুর্থাংশ অবগত থাকলেও এসব সভায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ এখনও অনেক কম। স্থানীয় জনগণ প্রায়শ অভিযোগ করে থাকে যে, জনগণের এক বিরাট অংশকে ওয়ার্ড সভার কার্যক্রমের বাইরে রেখে ইউপি জনপ্রতিনিধিরা তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনে নিজেদের স্থানীয় সহযোগীদের সহায়তায় সভার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সুতরাং স্থানীয় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততার মাধ্যমে ওয়ার্ড সভাকে অধিকতর কার্যকর ও অর্থবহ করা গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বছরে দুই বার ওয়ার্ড সভা করা বাধ্যতামূলক। তবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ওয়ার্ড সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করা হলে এ সভা অধিকতর অংশগ্রহণমূলক হবে।

কমিটিসমূহকে শক্তিশালীকরণ: ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম দেখভাল ও তদারকির জন্য গঠিত গুরুত্বপূর্ণ কমিটিসমূহের অনেকগুলো সম্পর্কে নাগরিকরা পুরোপুরিভাবে অবগত নয়। স্থানীয় নাগরিকদের প্রায় ২০ শতাংশ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি সম্পর্কে এবং ২৫ শতাংশ স্থায়ী কমিটি সম্পর্কে জানে। এসব কমিটিকে সক্রিয় ও কার্যকর করা ছাড়া পরিষদসমূহের

কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অসম্ভব। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে প্রতিনিধি সম্পৃক্তকরণ ও তাদের কর্মকাণ্ডকে অধিকতর দৃশ্যমান করার মাধ্যমে কমিটিগুলোকে অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক করা যেতে পারে।

নাগরিক সেবা বাড়ানো: স্থানীয় নাগরিকরা সার্টিফিকেট নিতে ইউনিয়ন পরিষদে এবং জমিজমা সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তি ও স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত সেবা নিতে উপজেলা পরিষদে যায়। নাগরিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যেহেতু নাগরিক সনদ সম্পর্কে জানে না সেহেতু তারা আর কি ধরনের সেবা পরিষদ থেকে পেতে পারে সে বিষয়েও জানে না। জনগণকে পরিষদ থেকে প্রাপ্য সেবা ও অধিকার সম্পর্কে অধিকতর সজাগ ও সচেতন করতে হোল্ডিংস ট্যাক্স সংগ্রহকালে বা ওয়ার্ড সভা চলাকালে নাগরিক সনদের এক কপি প্রতিটি পরিবার বা নাগরিককে বিতরণ করা যেতে পারে।

পরিকল্পনা ও বাজেট: পরিষদের পরিকল্পনা ও বাজেট সম্পর্কে নাগরিকগণ কম অবহিত থাকার কারণ হলো আইনে নির্দেশিত ও বর্ণিত উপায়ে ওয়ার্ড সভা ও প্রকাশ্য বা উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন আয়োজনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের অনীহা, অক্ষমতা সহ নানা সীমাবদ্ধতা। সুতরাং পরিষদের কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা আনতে উন্মুক্ত বাজেট সভা আয়োজনের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট সম্পর্কিত তথ্যের বিস্তরণ ঘটাতে হবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রণীত হলে তা জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করা সম্ভব হবে এবং তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এমডিজি ও এসডিজি সম্পর্কিত বিষয়ে অধাধিকার প্রদান: নাগরিক জরিপ থেকে দেখা গেছে, স্কীম বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নারী ক্ষমতায়ন ও পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়াদি উপেক্ষিত থাকে। স্কীম নেয়া ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের সময় এ দুটো বিষয়সহ অন্যান্য এমডিজি সংশ্লিষ্ট বিষয়কে অবশ্যই অধাধিকার দিতে হবে। যেহেতু বর্তমানে এসডিজিসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে সেহেতু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও স্কীমসমূহে এসডিজির বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হওয়া উচিত। এসডিজির বিভিন্ন লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষদের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

স্কীম বাছাই ও পরীক্ষণ প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ: ওয়ার্ড সভায় আলোচনা করে স্থানীয় জনগণের মতামত নিয়ে স্কীমসমূহ বাছাই করা প্রত্যাশিত হলেও জরিপের ফলাফল থেকে দেখা গেছে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা নিজেরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ কাজগুলো করে থাকে। এজন্য ওয়ার্ড সভাকে শক্তিশালীকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রতিভাত হয়। স্বাধীনভাবে স্কীম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরীক্ষণের নিমিত্তে পিআইসি ও ইউডিসিসহ ইউএনও ও ডিডিএলজি-এর ভূমিকা বিস্তৃত করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের এসব দিক সম্পর্কে স্থানীয় নাগরিকদের ধারণা, জ্ঞান ও মতামতের উপর ভিত্তি করে প্রধানত সুপারিশসমূহ করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের উন্নয়নে ঘটে যাওয়া অনেক বিষয় সম্পর্কে নাগরিকরা পুরোপুরি অবগত না থাকলেও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও মতামত ব্যাপকভাবে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। নাগরিকদের ভুল ধারণা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে নাগরিকদের পুরোপুরিভাবে অবহিত ও সচেতন করাও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর কেবল তখনই বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া অধিকতর কার্যকর, অর্থবহ ও ফলপ্রসূ হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

- Dash, Bikash Ranjan and Rafique Uddin Ahmed, *Report on Learning and Innovations from LGSP-LIC Project*, Local Governance Support Project- Learning and Innovations Component (LGSP-LIC).
- Hossain, M. and B. Sen (2012): “Assessment of Performance of Union Facilitation Team (UFT) in LGSP-LIC Union Parishads” (Local govt units), December-January, 2011-12, UNDP; Unpublished.
- Hossain, Monzur and Badiul Alam Majumder (2012): *Baseline Study on Upazila Governance in Bangladesh*, Local Government Division
- Hossain, M., H. Bhyuan and P. K. Roy (2015). *Citizen Survey on Service Delivery and Efficiency of Union and Upazila Parishad*, BIDS, Unpublished.
- Hossain, M. and M. M. Mahzab, (2014): *Impact Assessment of Upazila Fiscal Facility Funded Schemes*, BIDS, Unpublished.
- LGD (Local Government Division): *Baseline Study on Union Governnace Project*, 2013
- (Local Government Division): *Upazila Fiscal Facility Manual*, Local Government Division.
- Local Government Division Citizen Perception Survey, 2014*, Local Government Division.
- Local Government Division Guidelines for ADP Utilization*, Local Government Division.
- Ministry of LGRD&C. *Brochure*, Upazila Governance Project (UZGP), UNDP and Local Government Division, Ministry of LGRD&C.
- Manual of Training of Trainers (ToT)*, UNDP and Local Government Division, Ministry of LGRD&C.
- Project Documents, Upazila Governance Project (UZGP), UNDP and Local Government Division, Ministry of LGRD&C.
- Sen, B., M. Hossain, and T. Chowdhury (2012): “Impact Assessment of Supplementary Block Grants Provided to Union Parishads (Local govt units) under LGSP-LIC,” December-February, 2011-12, BIDS, Unpublished.
- Sobhan, R. (1968): *Basic Democracies, Works Programmes, and Rural Development in East Pakistan*, Dhaka: Bureau of Economic Research, Dhaka University, 1968.
- UNDP (2011): *Assessment of Development Results, Evaluation of UNDP Contribution: Bangladesh*, UNDP.

সংযুক্তি

সারণি ১

উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সূচকের তুলনা: ২০১৩-২০১৫

সূচক/নির্দেশকসমূহ	ইউনিয়ন				উপজেলা			
	সিপিএস-২০১৫		বেইজলাইন ২০১৩ ^১ সিপিএস ২০১৪ ^২		সিপিএস-২০১৫		বেইজলাইন ২০১৩ ^১ সিপিএস ২০১৪ ^২	
	প্রকল্পভুক্ত (%)	প্রকল্প বহির্ভূত (%)	প্রকল্পভুক্ত (%)	প্রকল্প বহির্ভূত (%)	প্রকল্পভুক্ত (%)	প্রকল্প বহির্ভূত (%)	প্রকল্পভুক্ত (%)	প্রকল্প বহির্ভূত (%)
জ্ঞান ও তথ্য								
নাগরিক সনদ সম্পর্কে অবহিত/জ্ঞাত নাগরিকদের শতকরা হার	৪২.৮	৩০.৯	৪০.০ ^১	২২.০ ^১	২৩.৪	১৪.০	৫.০৫ ^১	৪.৯ ^১
ইউডিসি থেকে সেবাগ্রহণকারীদের শতকরা হার	৪৪.৮	৩৯.১	৮২.৮ ^২	৭৪.৭ ^২				
তথ্য পেতে ইউনিয়ন পরিষদ গমনকারী জনগণের শতকরা হার	৬৬.৬	৪৫.৪	২৪.০ ^১	১৬.০ ^১	২৬.৩	১৫.৩	৩.৯ ^১	৫.৯ ^১
ইউডিসিতে গমনকারী জনগণের শতকরা হার	৩.৪	২.৯						
অংশগ্রহণভিত্তিক গণতান্ত্রিক শাসন/স্থানীয় সরকার								
পরিষদ সভা সম্পর্কে অবহিত/জ্ঞাত জনগণের শতকরা হার	৪১.৩	২৮.৮	৫০.২ ^২	৩৬.২ ^২	২১.৭	১২.৮	২৯.৩ ^২	২২.৮ ^২
ওয়ার্ড সভা সম্পর্কে ধারণা/জ্ঞান	৪৫.৬	২৪.৪	৪৬.৪ ^২	৩৯.১ ^২				
ওয়ার্ড সভায় অংশগ্রহণের শতকরা হার	১৬.৬	৬.৯	৮.০ ^১	৫.০ ^১				
ওয়ার্ড সভায় উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা	৪১.১	১৮.৯	৯৫.২ ^২	১০০.০ ^২				
স্থায়ী কমিটি								
স্থায়ী কমিটির সভা সম্পর্কে জনগণের ধারণা/জ্ঞান	২৫.৬	১৩.১	৯.০ ^১	১.০ ^১	১৬.৩	৫.৬	২০.৮ ^২	১৩.৭ ^২
স্বীম/প্রকল্প								
স্বীম/প্রকল্প থেকে সুবিধাভোগীর শতকরা হার	৮২.৮	৬৭.৯	৮৩.৪ ^২	৬৮.৮ ^২	৫৮.৭	৩৬.৮	৮৪.৩ ^২	৬৬.৪ ^২
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি সম্পর্কে ধারণা/জ্ঞান	১৬.৮	৯.৫	২৬.৫ ^২	২২.৩ ^২	৭.২	৩.৪	২২.৮ ^২	১৮.৮ ^২
উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ								
সড়ক ও যোগাযোগ উন্নয়ন	৮৩.৭	৭০.৬	৫৯.০ ^১	৭২.০ ^১	৬৭.২	৩৭.৪	৭২.৫ ^১	৭৫.৪ ^১
কৃষি ও সেচ উপকরণ বিতরণ	৫১.১	৩৬.৬	৩০.০ ^১	৩৩.০ ^১	৪১.২	৭.৬	১৫.১ ^১	৯.৫ ^১

(চলমান সংযুক্তি সারণি ১)

সূচক/নির্দেশকসমূহ	ইউনিয়ন				উপজেলা			
	সিপিএস-২০১৫		বেইজলাইন ২০১৩ ^১ সিপিএস ২০১৪ ^২		সিপিএস-২০১৫		বেইজলাইন ২০১৩ ^১ সিপিএস ২০১৪ ^২	
	প্রকল্পভুক্ত (%)	প্রকল্প বহির্ভূত (%)	প্রকল্পভুক্ত (%)	প্রকল্প বহির্ভূত (%)	প্রকল্পভুক্ত (%)	প্রকল্প বহির্ভূত (%)	প্রকল্পভুক্ত (%)	প্রকল্প বহির্ভূত (%)
এমডিজি (সহশ্রীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা)								
এমডিজি অর্জনে গৃহীত প্রকল্প সম্পর্কে অভিমত	৩২.৫	১৭.১	৯২.৩ ^২	৮৪.২ ^২	২৯.৩	৭.৮		
প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প সম্পর্কে নাগরিকদের অভিমত	৬৮.৫	৩৩	৬৯.৪ ^২	৪৭.১ ^২	৪৬.২	১৬.১	৩২.৯ ^২	২৮.১ ^২
বাজেট								
পরিষদের বার্ষিক বাজেট সম্পর্কে নাগরিকদের ধারণা/জ্ঞান	৪১.১	২৩.১	১৪.০ ^২	১২.০ ^২	২৬.৮	১০.৮	০.০ ^২	০.০ ^২
গত এক বছরে বাজেট প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত নাগরিকদের শতকরা হার	২.৩	১.৮	৫২.০ ^২	১৭.০ ^২	০.৭	০.৪		
উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন (ইউপি)/বাজেট অধিবেশন (ইউজেডপি) সম্পর্কে অবহিত নাগরিকের শতকরা হার	২৪.৫	১৪.৩	২৯.৪ ^২	২৪.২ ^২	১৫.৩	৬.২	৩৯.৭ ^২	২৬.৭ ^২
উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন(ইউপি)/বাজেট অধিবেশন (ইউজেডপি) এ উপস্থিত নাগরিকদের শতকরা হার	১৫.৫	৭.১	২১.৩ ^২	১৬.৪ ^২	৮.৩	২.৩		
অংশগ্রহণমূলক উন্মুক্ত বাজেট সভা/ বাজেট অধিবেশন	৫.৪	৩.৩	৮৯.৪ ^২	৭৮.১ ^২	১.৭	১		
গত এক বছরে উন্মুক্ত বাজেট সভা/বাজেট অধিবেশনে নারীদের অংশগ্রহণ	২৬.৪	১৫.৭			১৫	৩.৬		
পরিষদের বার্ষিক আয় ও ব্যয় সম্পর্কে অবহিত নাগরিকদের শতকরা হার	১৭.১	৯.১	৯.০ ^২	৪.০ ^২	৯.৪	২.৮	৫.৫ ^২	৪.৮ ^২
কর								
গত বছর হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানকারী নাগরিকদের শতকরা হার	৭৩.০	৭৪.২	৭১.০ ^২	৬৫.০ ^২				
বিদ্যমান কর নির্ধারণী ব্যবস্থা যথাযথ মনে করে এমন জনগণের শতকরা হার	৭৮.৬	৮৮.৪	৮৭.০ ^২	৮৫.০ ^২				

(চলমান সংযুক্তি সারণি ১)

সূচক/নির্দেশকসমূহ	ইউনিয়ন				উপজেলা			
	সিপিএস-২০১৫		বেইজলাইন ২০১৩ ^১ সিপিএস ২০১৪ ^২		সিপিএস-২০১৫		বেইজলাইন ২০১৩ ^১ সিপিএস ২০১৪ ^২	
	প্রকল্পভুক্ত (%)	প্রকল্প বহির্ভুক্ত (%)	প্রকল্পভুক্ত (%)	প্রকল্প বহির্ভুক্ত (%)	প্রকল্পভুক্ত (%)	প্রকল্প বহির্ভুক্ত (%)	প্রকল্পভুক্ত (%)	প্রকল্প বহির্ভুক্ত (%)
সেবার মান উন্নত হলে অধিক পরিমাণে বা আরও হোল্ডিং টায়ার প্রদানে ইচ্ছুক জনগণের শতকরা হার	৮১.৩	৮৪.২	৬৭.৯ ^২	৬৩.০ ^২				
আইনশৃঙ্খলা								
গ্রাম আদালত কার্যকর মনে করে এমন নাগরিকদের শতকরা হার	৯২.৮	৭৩.৫	৮১.৯ ^২	৬৫.৮ ^২				
গত বছর যেকোনো বিরোধ মীমাংসার জন্য গ্রাম আদালতে শরণাপন্ন হওয়া ব্যক্তি বা পরিবারের সদস্যের হার	২২.৬	১৭.০	৮৮.৯ ^২	৮৪.১ ^২				
সার্বিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সাড়াশ্রুতি								
পরিষদে অভিযোগ দায়েরের অভিযোগ বাস্তব দেখেছে এমন জনগণের শতকরা হার	২৩.৪	১৫.৪			১৪.৫	৯.৫	৪.৩ ^১	৩.৪ ^১
গত এক বছরে অভিযোগ দাখলকারী জনগণের শতকরা হার	২.০	২.৫			১.৩	০.৩	০.০ ^১	১০.০ ^১
নাগরিকদের মতে অভিযোগ সমাধানের শতকরা হার	৩৫.৩	৫০.০			২৭.৮	১৪.৩	০.০ ^১	০.০ ^১

উৎস: বেইজলাইন স্টাডি, ইউজডজিপি (২০১২); সিটিজেন পারসেপশন জরিপ, ২০১৪; সিটিজেন সার্ভে, ২০১৫; ইউএনডিপি ও স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সারণি ২
স্থায়ী কমিটিসমূহ

ক্রমিক নং	উপজেলা	ইউনিয়ন
১	আইনশুজলা	১ অর্থ ও সংস্থাপন
২	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	২ হিসাব নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ
৩	কৃষি ও সেচ	৩ কর নিরূপণ ও আদায়
৪	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	৪ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
৫	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	৫ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজ
৬	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	৬ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি
৭	যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন	৭ আইনশুজলা রক্ষা
৮	নারী ও শিশু উন্নয়ন	৮ জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন
৯	সমাজকল্যাণ	৯ স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন
১০	মুক্তিযোদ্ধা	১০ সমাজকল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
১১	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	১১ পরিবেশ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ
১২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	১২ পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তি, নারী ও শিশু কল্যাণ (পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না)
১৩	সংস্কৃতি	১৩ সংস্কৃতি ও খেলাধুলা
১৪	পরিবেশ ও বন	
১৫	বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ	
১৬	আর্থিক বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ	
১৭	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিস্কন্ধ পানি সরবরাহ	